এখনো গেল না আঁধার ঃ ওয়াহিদুল হক ঃ প্রতিকারহীন ক্ষমতা-দখলদারি

একুশে আগস্টের পরে একুশে সেপ্টেম্বর গেল। গেল একুশে অক্টোবরও। একুশে নভেম্বর কিছু কাগজ লিখল অবশ্য, আজ এবং ভোরের কাগজ পাঁচ কলাম ব্যানার করল লাল অক্ষরে হিমঘরে গ্রেনেড হামলার তদন্ত। শোক জানাতে কালো অক্ষর কেন? হিমঘরে বললেও আসলে তো সরকার মেরেই ফেলেছে ঘটনাকে, তাই। লাল কালিরও তাৎপর্য পাওয়া যায়। লালবা সরকারের, দেশের জন্যেও অশুভ সঙ্কেত। নয় নম্বর সিগন্যাল।

ভোরের কাগজের ঐদিনের সংখ্যাটি আমার টেবিলে সব-উপরে রাখা। প্রতিদিন আমাকে যেন স্মরণ করিয়ে দেয় একুশে অ হত্যালীলাকে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় সরকারের ক্ষমতার অসীমতা। ন্যায়নীতি, আইন রাষ্ট্র, জনগণ প্রভৃতি শব্দের নি অসহায়তা। 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।' না, কাঁদে না। নিভৃতেও কাঁদতে ভয় পায়। মওদুদ মন্ত্রী আর র‍্যাব আ মাটি দেওয়া বিচার না আবার উঠে আসে। আছে তো নজমুল হুদার মত আল্লাহওয়ালা আইনজ্ঞ। প্রধান বিচারপতির দরজ উদ্দেশে, লাথি মারার বিখ্যাত মস্তান।

বিএনপি সরকার কী না পারে? মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার উত্তরসূরি এ সরকার রাজাকার নিজামীকে সশস্ত্র বাহিনী দিবস অনুষ্ঠানে করে সশস্ত্র বাহিনীকে অপমান করে, ষোলই ডিসেম্বরের বিজয়কে ব্যাঙ্গ করে, মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করে, পাকিস্তান ও তা লক্ষ বাঙালির হত্যাকে মুছে দিয়ে রাষ্ট্রের ভিত্তিকে অস্বীকার করে। এবং তাতে সে ভিত্তি হয়ে পড়ছে না কি নিরতিশয় দুর্বল গেলে বাঙালির কী থাকে? থাকে বৈকি। পাকিস্তান নয়। থাকে এক বিরাট নির্বিশেষ ভারত। মনে হয় সরকার সেই শঙ্কাকে যেন বাংলাদেশে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করছে। এমন করেই ধ্বংস করছে দেশের সকল সম্পদকে, এমনকি মানব সম্প বিজেতা যে-ই আসুক, কিছুই পাবে না, চিহ্নচিহ্ন হারা দেশজোড়া কবর ছাড়া।

সরকার বেশ পারছে সবুজ ঢাকার নগ্নীভবন ডিনিউডেশন। জিয়াউর রহমান আরম্ভ করেছিলেন ঢাকার বৃক্ষ-সম্পদ নিধন। সম্ভবত ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তাবিধান। মেলা হৈচৈয়ের কারণে এরশাদ এসে ঐ প্রক্রিয়া বন্ধ করেন। হাসিনা আমলে ওসম প্রয়োজনে বৃক্ষকর্তনের প্রয়োজন হলে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদরা দেশের বিবেক হয়ে এমন আন্দে আমলে আর গাছের গায়ে হাত পড়েনি। এখন মনে হয় সিরাজ ভাবছেন তাঁর জীবনের কাজ শেষ, অ্যাকটিভিজমে আর প্র আবার আওয়ামী বিপ্লব-শত্রুরা ক্ষমতা দখল করলে না হয় আবারো মাঠে নামবেন। সায়ীদ এখন স্পষ্টত ইউনুস আবেদদে মানবত্রাতা, সংস্কৃতিত্রাতা বাংলাদেশের। ফলে শহরের সকল মহীরুহ কেটে যে একে মরুভূমি-শহরের রূপ দেওয়া হচ্ছে, কোথাও একটা টুঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে না। আওয়ামী লীগের মুহিত খুব খেপেছিলেন এক সময়ে বুড়িগঙ্গা বাঁচাবার জন্যে। তি বিষয় মনে করেন, গাছকে নয়? অথচ সদাশয় সরকার কেমন সমদর্শী গাছকে মারছেন, মারছেন জলকেও। আর মানুষ যে মানুষের তৈরি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদিরও অন্ত্যেষ্টি হচ্ছে সুচারুরূপে।

যাব নেত্রকোনা। একদল। নিরুদ্দেশ মিতুকে খুঁজে বার করবে তার বন্ধুরা শ্রাবণী, ইমু, দীপা, এলিনা। আম্মো যাব, করে সিএনজিতে পাঁচজন ঠেসেঠুসে চললাম বিআরটিসির বুক করা আসন দখল করতে। বিএনপি জোটের ট্রেড মার্ক হয়ে দাঁড়ি যখন পৌঁছলাম গুলিস্তান, বাসটা চলেই গেল নাকের ওপর দিয়ে। মহাখালী ছুটলাম। পথে তিন তিনটা হবু-মরুভূমি দেখলা বলে পারলাম না, দেখ দেখ পাকিস্তান বানাচ্ছেসাতচল্লিশের করাচি। মহাখালী (মানে কী? আদিতে মহাকালী না তো?) পৌঁ যাব, মনে খটকা লাগল চালকটি যেন অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ব্যবহার করছে। চেহারা দেখে একটা ব্যাখ্যা পেলাম বটে, তবু নিশ্চি বলি ড্রাইভার সাহেব, বাড়ি কোথায় ভাই? ঢাকা।ঢাকা কোথায়? মিরপুর। এই ত্রিশ বছরের যুবাটি তো পাকিস্তান চোখে দে প্রেম তার জন্যে! বাড়ি তার ভারতের বিহারে। জন্ম তার পূর্ববঙ্গে। কর্ম তার বাংলাদেশে। প্রেম-তীর্থ তার পাকিস্তান। বেচা পেয়েছে আমার বাঁকা পাকিস্তান-বিরোধী কথাবার্তা শুনে। গাছপালা-শূন্য হয়ে যাচ্ছে ঢাকা, দেখে বেচারার কত ভালো লা ইসলাম, আবু সায়ীদেরা, সরকারের সকলে, 'নিরপেক্ষ' সকল আখের-গুছানো সাহিত্যিক-সাংবাদিকেরা, অজ্ঞমূর্খ সব বা গায়ে-গন্ধ আওয়ামীরা কি সব্বাই এই 'বিহারীটি'র জ্ঞাতভাই হয়ে গিয়ে ঢাকার বিউটিফিকেশন নামের তুলনাহীন বর্বরতার মুগ্ধ 'আধুনিক বাংলাদেশী' (ধন্যবাদ মান্নান) হয়ে গেল? জিয়াউর রহমান সেই যে সোডিয়াম ফগ ল্যাম্প লাগালেন রাস্তায়, প্রব্লেম বলে, অসভ্য নিওন সাইনে করালেন ঢাকা সয়লাব এখন কি চলছে তার দ্বিতীয় পর্ব। ঢাকাকে হঠাৎ-নবাব হতে হবে নিউইয়র্কের মত ঐতিহ্য সন্ধানী নয়। একটাই গাছ বাঁচাবার জন্যে ইউরোপের শহরগুলি বড় রাস্তাকে পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে যা কার বিকৃত প্রকৃতি-বিরোধী, সবুজ-বিরোধী, পরিবেশ-বিরোধী রুচিকে তৃপ্ত করার জন্য ঢাকার পঞ্চাশ বছরের পুরনো বৃক্ষ হচ্ছে? এখন কেন কেউ আন্দোলন করছে না? যা পঞ্চাশ বছরে আর ফিরে পাওয়া যাবে না তাকে খুন করবার এই হিড়িক পড়ে পারে না দেশটা এখন কাদের হাতে। আর কখনোই ফিরে আসবে না, সেই অমূল্য মানব জীবনের হন্তারক সরকারের যে সম্ভব।

র‍্যাবের গুলিতে নিহত নাগরিকের সংখ্যা দ্রুত সেঞ্চুরি করতে যাচ্ছে। যে সন্ত্রাসের দোহাই দিয়ে বিচারবিহীন নরহত্যার ম

চরম বেআইনি কাজটি সরকার করছে, সেই সন্ত্রাসের জন্ম লালন বর্ধন বিএনপির ঘরে, বিএনপির স্বার্থে এবং সেই সন্ত্রাসী প বিএনপি-অপশক্তি কত মানুষ খুন করেছে এই তিন বছরে? টিআইবির ধারণা কত? আমি বলি, অন্তত বিশ হাজার। নিহত বাংলাদেশের নাগরিক। নাগরিক মানে কী, বিএনপি জানে? লুৎফুজ্জামান বাবর জানেন না। হলফ করে বলতে পারি মান্নান না। খালেদা এবং তারেকদের জানবার কোন দায় নেই। তাঁরা আছেন, থাকবেন, বাড়বেন ডিভাইন রাইটের সূত্র ধরে। সর ধারণা আছে নাগরিক কাকে বলে? নাগরিক নেই তো রাষ্ট্র নেই সরকারের থাকা না থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

নাগরিক হনন মানে রাষ্ট্র হনন। হনন করছে কারা? যারা রাষ্ট্র নয়, সমাজ নয়, সভ্যতা-সংস্কৃতি নয়, সুনীতি-মনুষ্যত্ব-মানবি বিশ্বাস করে 'ক্ষমতায়'। তাই তারা 'ক্ষমতা' দখল করে যে কোন মূল্যে, ক্ষমতায় টিকে থাকে যে কোন মূল্যে, ক্ষমতা ছাড় 'মেয়াদের একদিন আগেও' নয় আগামী পঞ্চাশ বছরেও নয়। কথাটা খালেদা জিয়ার, খুব ভেবেচিন্তে বলা। নিজের সম্ভাব্য তারেক আরাফতের কথা, তাদের আওলাদদের কথা হিসেবে না নিয়ে। রাজতন্ত্রী সামন্ত-শাসন দিয়ে ক্ষমতা দখলে রাখলেও ঠিক প্রতিষ্ঠা করতে চান না। কত বড় গণতন্ত্রী তিনি!

সংবিধান বলে কেবল নয়, এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূত্রে যিনি দেশের প্রথম নাগরিক ছিলেন তাঁকে, ক্ষমতায় থাকা অবস্থায়, সপ করে 'বাংলাদেশি' গণতন্ত্রের প্রবক্তা। প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর ক্ষমতা দখল করেন। বেশ চলছিল ক্ষমতা একহাতে সেই পঁচাত্তর দেশের ছোটলোক এবং হিন্দুদের সাইজে না রাখার কারণে অভাবিতভাবে ক্ষমতা অন্য হাতে চলে যায় ছিয়ানব্বইতে। সে গেছে দুই হাজার এক। ক্ষমতা আবার আগের হাতে। আর ক্ষমতার হাতবদল হবে না। হবে না তো হবে না। খালেদার এ ভূঁইঞা পারিষদ বলে তার শতগুণ ঐ এক কথাই।

সেইটা সুনিশ্চিত করবার খেলা চলছে গত তিন বছর ধরে। কিন্তু ক্ষমতা কিসের জন্যে, সেইটা ঠিক করে দেবে কে বিএনপি সাম্প্রদায়িক দলগুলোর একটা পোষা ধাপ্পা আছে ক্ষমতা আল্লার হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে (সেটা আল্লা চাইলে আল্লাই চান না তোমাদের মত খলিফা সেই হুকুমতের প্রয়োগকারী হও) বিএনপি ক্ষমতা চায় কেন। কী করবে তা দিয়ে? জিয়ার ছিল না, অনুরাগ ছিল না কোনই রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি। ভালো সৈনিকের যেমনটা হওয়া উচিত, তেমনটাই ছিলেন বিশ্বস্ত সৈনিক এবং মুজিব বাংলারও বিশ্বস্ত সৈনিক। তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর, কল্পাহীন। মুক্তিযুদ্ধকালে কত প্রয়াস কর সর্বৈব মিলিটারি যুদ্ধ বানাবার জন্যে, ব্লাডি সিভিলিয়ানদের বাদ দিয়ে। পারেননি, রাষ্ট্র, রাজনীতি বুঝতেন না বলে। যখন আশীর্বাদ নিয়ে মুজিব নামের উৎপাতটিকে দূর করল, ত্রাণকর্তা তাহেরকে ল্যাং মেরে জিয়া তাঁর স্বপ্নের আসনটিতে বসলে বাধাবন্ধহীন রাষ্ট্রক্ষমতার আসন। কিন্তু কী করবেন তিনি এই ক্ষমতাটি দিয়ে?

বেঁচে থাকতে তার উত্তর তিনি পাননি। তাই প্রথম যে উত্তর তার জানা ছিল, তা দিয়েই বাংলাদেশকে ব্যর্থতা অসার্থকতার ফেরাফেরি করেছেন। নবলব্ধ রাষ্ট্রের যে অমিত প্রাণশক্তি থাকে, তাকে শেষ করে দেওয়ার কাজে তাঁর সব প্রচেষ্টা, সব প্র হয়েছে। এর চেয়ে ভালো কিছু করবার বুদ্ধি কিংবা সদিচ্ছা কি তার ছিল না? না, তাঁর মধ্যেই ছিল না। আধুনিককালের রা শুধু আইজেনহাওয়ার প্রফেশনাল সৈনিক। সৈনিকের কাজ সেবা দেওয়া টু সার্ভ। নেতৃত্ব দেওয়া টু লিড নয়। আলেকজান্ড ছিলেন। বড় যুদ্ধ করেছেন হিটলার, স্টালিন। সৈনিক ছিলেন না তাঁরা। চার্চিল স্যান্ডহার্স্ট পাস হলেও পলিটিশিয়ান ছিলেন মেজর ক্লিমেন্ট অ্যাটলিও তাই ছিলেন। সৈনিক শার্ল দ্য গল শান্তি সময়ের ফরাসি পুনর্গঠনের নেতা ছিলেন না। সাইমন বলি গারিবল্ডি, কাস্ত্রো, মাও, হো যাঁরাই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশকে নবজন্ম দিয়েছেন, কেউই সার্ভিং সোলজার ছিলেন আফ্রিকার অগঠিত ডিকলোনাইজড অরাজক রাষ্ট্রগুলিতেই মেজর, কর্নেল, জেনারেল জাতীয় লোকেরা নিজেদের তালুকপ করে থাকে। বাংলাদেশ কি সেই ধরনের কিছু? কখনোই তা ছিল না এ দেশ। জিয়া এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্বর্ণগর্ভা পুরনো দে মাপের মত ছোট করবার কাজে জীবনপাত করলেন। জানলেন না, এটা কী দেশ, কেমন দেশ। জানলেন না এটা কোথায় লক্ষ লোকের সহিংস হত্যা নয় মাসে সেই দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা দেশটাকে আবার তিনি ভয় দেখালেন, আরো হত্যার। কুকুর হয়ে গেল। পণ্ডিত অধ্যাপক, ত্যাগী রাজনীতিক, টগবগে নবীন অ্যাকাডেমিক, বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা, বামপন্থী বিপ্লবী হিমালয় বানিয়ে নিজেরা পর্বতগাত্রের গর্তের মূষিকে পরিণত হলেন, জীবনকে ধন্যজ্ঞান করলেন। মুছে গেল একটানে বাং বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাস, মুছে গেল মুক্তিযুদ্ধই। বাঙালির রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার একনম্বর থেকে এক হাজার নম্ব ঘোষক মেজর জিয়া। কারণ, বিএনপি মতে, জেনারেল শওকত, কর্নেল অলি, হাফিজউদ্দীন মন্ত্রী ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে কেউ ছি জিয়াউর রহমান ছাড়া। এককালে ক্যারিবিয়ানের ব্যানানা রিপাবলিকে এ রকমটা চলত। আজকাল সেখানেও চলে না।

জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করেছিলেন, জানতেন না তা দিয়ে কী করবেন। তাই প্রথমেই যেটা করলেন, নিজে কল্লা বাঁ পরিবর্তন করলেন, তাকে এমন বানালেন যাতে দেশের যত পাকিস্তানপন্থী আছে তারা তাঁর সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেক সাম্প্রদায়িক বানালেন। কল্লা তো বাঁচল, তারপর? ক্ষমতার জন্যে ক্ষমতা, এক হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ চলল। গরিব, ত তাবৎ প্রয়োজন হল বিস্মৃত। রাজনীতি আর গণমানুষের ক্ষমতায়নের রাজনীতি থাকল না।

ঠিক এই মত কাটল এরশাদী সময়, খালেদার সময়। মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী হওয়াটাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের মূল ব্যাপার। ক্ষমত উপায় না হয়ে অ্যান্ড বা পরম বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোষ্ঠীগত বৈভববৃদ্ধি এই ধরনের ক্ষমতার কুক্ষি কাজ দাঁড়াল বৈকি। এবং অপ্রতিহত ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারে আইনের চোখে, সমাজের চোখে মানুষ আর সমান থাকল উঠল। তারেক রহমানের গাড়ি বহরের আগে আগে বাস চলল কেন, এটা একটা অপরাধ। ড্রাইভার পিটুনি খেল, গেল হা অঢেল সরকারি সুযোগ-সুবিধা অবারিত হয়ে গেল মন্ত্রী, সাংসদ শকয়েক এবং তাদের হাজার কয়েক পোষ্য পরিজনের কা বলে এক অনির্দেশ্য মহলের দোহাই দিয়ে গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীনিবাসে পুলিশের প্রবেশ ও বেধড়ক প্রহার চলল মিছিলের ওপর বলে কয়ে বেআইনি বলপ্রয়োগ। রাষ্ট্রক্ষমতা ক্রমাগত অপব্যবহারে রাষ্ট্রের নৈতিক, আইনি তাবৎ ক্ষমতাবে

থাকল। রাষ্ট্র ক্ষীণ হতে থাকল, তার এজেন্ট, সরকার, স্ফীত হয়ে জায়গা জুড়তে জুড়তে, চোর যেমন গৃহীর পাশে শুয়ে ব
নিজের গায়ে টেনে নিতে থাকে, এক সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতার সবটা কম্বল নিয়ে নেবে সরকার। রাষ্ট্রের আর কোনই যাথার্থ্য থা
থাকবার। জগদ্দল হয়ে গণমানুষের বুকে চাপবে রাষ্ট্রবিহীন সরকার মুণ্ডু কাটা কবন্ধ বিশেষ।

এই প্রক্রিয়ায় একটা মাইল-ফলক একুশে আগস্টের হত্যালীলা। প্রকাশ্য জনসভায় গ্রেনেড হামলা করল অন্তত পঞ্চাশজন
কমান্ডো। বাইশজনকে তৎক্ষণাৎ জানে মেরে তিনশ জনকে মারাত্মক আহত করে, তারা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সরকার
যাবতীয় আলামত তিনদিনে অত্যন্ত যত্নভরে নষ্ট করল। তদন্ত হবেই, বিচার হবেই বিস্তর চেঁচামেচি করলেন প্রধানমন্ত্রী এব
চেহারার ফেউয়েরা। একটা প্রতিষ্ঠিত সরকার তার পুলিশ মিলিটারি বাহিনীর সবটা, তার দেশ-ছাওয়া আমলা নেটওয়ার্ক
বিপুল কর্মী বাহিনী দিয়ে তিন মাসে একটা লোককে সন্দেহক্রমেও গ্রেফতার করতে পারল না এই ঘটনায়।

উপরন্তু, এফবিআই-ইন্টারপোল অন্তহীনভাবে কপচে এখন সমস্ত তদন্ত কার্যক্রম থামিয়ে দেওয়া হল। এখন বাকি আছে শু
একুশে আগস্টে কিছুই ঘটেনি। সবই পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করবার জন্যে বিরোধী রটনা।

সরকারি দলের সরকারি এবং দলীয় ইয়ারকি, আওয়ামী লীগই এই হামলা করেছে, এই ঘটনার এই শেষ কথা এখন পর্যন্ত
সাবের চৌধুরীরা গিয়েছিলেন থানায় হামলা বিষয়ে মামলা করতে। থানার বিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত মহিলা অফিসার মামলাটি নেননি
হামলা করেছে তা কারো কাছেই গুপ্ত রহস্য নয়। কিন্তু সরকার আইনমত চলছে না কেন? আওয়ামীরা দায়ী হলে, তাদের
এই হত্যাকাণ্ডটির বিচার না হলে সরকারের সুনাম দেশে-বিদেশে কি বৃদ্ধি পাবে? পনের আগস্ট পঁচাত্তর থেকে সকল দখল
রেকর্ড এই যে তারা সরকার নয়, দখলদারের মত আচরণ করে। বাংলাদেশে সেই প্রথম হত্যাকাণ্ডের পর খুবই কম গভর
গেছে। বর্তমান সরকার, আমার মতে, একটি অধিকারহীন দখলদার সরকার সাহাবুদ্দীন, লতিফুর রহমান, সাঈদের সাল
মুয়িদ চৌধুরীর প্রশাসনিক বিপ্লব, এই সমস্তের প্রসাদে, সাহাবুদ্দীনের দায়িত্বের সেনাবাহিনীর দায়িত্বহীন আচরণে, দেশজু
যে প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়, তারি সূত্রে এই সরকার গদিতে।

গদিতে চড়ে অব্দি এই সরকার সরকারের আচরণ করছে না। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার ধার ধারছে না, ঠিক দখলদারের ম
তার মায়ের, সরকারের ক্ষমতা-অক্ষমতা, উচিতানুচিত বলে কোন কিছু ধারণা আছে বলে কখনোই মনে হয়নি। সরকার
প্রকাশ্যে খুনিদের আড়াল দিচ্ছে কেন? একি কোন সরকার পারে? এ সরকার পারে। এর পূর্বসূরি সরকারেরা আইন করে
মুজিব হত্যাকাণ্ডের খুনিদেরকে। এই সরকারও অপারেশন ক্লীনহার্টের খুনিদের দায়মুক্তি দিয়েছে। এ তো দায়মুক্তি নয়, ন
সরকার নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছে। খুন যখন হয়েছে, দায় কারো আছেই। গ্রেনেড হামলায় লোক মরেছে, আহত হয়েছে
আছেই। যশোর উদীচীর সাংস্কৃতিক মেলায়, ঢাকা রমনায় ছায়ানটের পহেলা বৈশাখ অনুষ্ঠানের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী মা
তাদের আড়াল দিচ্ছে। দায়ী হয়ে দাঁড়াচ্ছে সরকার নিজে। তবু সরকার আড়াল দিচ্ছে। নুরুল আমিনের পুলিশ একুশ-বাই
গুলি করে প্রমাণ অনুযায়ী পাঁচজনকে মাত্র মেরেছিল। সেই থেকে ভদ্র সজ্জন লেখাপড়া জানা নুরুল আমিন যে বাংলার মা
নুরুল আমিন হলেন তার থেকে জীবদ্দশায় তাঁর মুক্তি আর হয়নি, দেশের মাটিতে পাননি এমনকি কবর। জিয়াউর রহমান
এখন খালেদাও। এবং এটা কি আদৌ কোন সরকার এইটি যে কেবলি ক্ষমতা দখলদার মাফিয়া?

একুশে আগস্ট ঘটায় কেন তারা? তাদের দখল নিষ্কণ্টক করতে। মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধের চার নায়ককে মেরে, তাদের ল
দাঁড়িয়েছে বাংলার এখনকার সাম্প্রদায়িক, লালসা-সর্বস্ব গণতন্ত্র খাদক চক্র। হাসিনা ও আওয়ামী লীগের প্রথম নেতৃত্বের
ফেললে, কাজটা যেমনই হোক, বাংলাদেশ আগামী পঞ্চাশ বছরে অন্তত গণতন্ত্রের পথে পা বাড়াতে পারত না। সামাজিক,
অর্থনৈতিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে পচন ধরত সমাজদেহে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আর দাঁড়াত না কিছুতে। এটা পার্মানেন্ট
প্রিন্ট, সকল দুর্বৃত্তের জন্যে। দেশে যত দুর্নীতি অনিয়ম মিথ্যা ও অন্যায়ের রাজত্ব চলছে, তার সবই কিন্তু এই প্রতিকারহীন
দখলদারির বাই প্রডাক্ট।

ওয়াহিদুল হক ঃ সাংবাদিক।